

Teacher's Content

বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ

☑ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা

- ◆ বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা
- ◆ মুঘল আমলের ইতিহাস

- ◆ সুলতানী আমলের ইতিহাস ও বাংলায় শাসন

☑ এক নজরে বিভিন্ন পরিব্রাজকের বাংলায় আগমন

Content Discussion

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হলে সিন্ধু ও মূলতান রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদদের সময় ইরাক ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। একই বছরের মধ্যে তিনি মূলতানসহ পাঞ্জাবে দক্ষিণাংশ মুসলিম শাসনাধীনে আনয়ন করেন। এসময় নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ব্যাপক সাহায্য করে। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফার পরিবর্তন ঘটলে নতুন খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে পাঠান এবং অভিযোগ এনে বন্দী করেন। পরবর্তীতে বন্দী অবস্থায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের সূচনা ঘটে, আরব ও ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে উপমহাদেশে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুলতান মাহমুদ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মূলতান জয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর দশম শতকের শেষদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে গজনীয় তুর্কি সুলতান আমীর সবুজগীন ও তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ পুনঃপুন ভারত আক্রমণ করেন। ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

ভারতে মুসলিম শাসন

ময়েজউদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী

ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মদ ঘুরী। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর দেড়শত বছর পর মুহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন গজনীর সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরীর ভ্রাতা। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পাঞ্জাব দখল করেন। এরপর ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যগুলো জয়ের মানসে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজের সাথে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ লিপ্ত হন ১১৯১ সালে। এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়। অধিক শক্তি সঞ্চয় করে মুহাম্মদ ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের মুখোমুখি হন। পৃথ্বিরাজ দেশীয় শতাধিক রাজার সহযোগিতা নিয়েও মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত হলে আজমীর ও দিল্লী মুসলমানদের দখলে আসে। তিনি মিরাত, আখ্রা প্রভৃতি জয় করে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাসনভার কুতুবুদ্দীন আইবকের উপর ন্যস্ত করেন। এরপর কুতুবুদ্দীন আইবেক বারনসী, গোয়ালিয়র, কালিঙ্গর, বুন্দেলখন্ড প্রভৃতি জয় করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য কণিকা

- দাহির ছিলেন- সিন্ধু ও মূলতানের রাজা।
- যে মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন- তারিক।
- আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন- দাহির।
- প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন- মুহাম্মদ-বিন-কাসিম।
- সুলতান মাহমুদের রাজসভার শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন- আল বেরুনী।
- প্রাচ্যের হোমার বলা হয়- মহাকবি ফেরদৌসীকে।
- ভারতে সর্বপ্রথম তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তার করেন- মুহাম্মদ ঘুরী।

- প্রথম তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হ-য় ১১৯১ সালে, এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হন।
- বাংলার মুসলমান রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে- সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে।

বাংলায় মুসলিম শাসন

বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়

মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অনুমতিক্রমে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। বখতিয়ার খলজীর বাংলা অধিকারের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তিনি দিনাজপুরের দেবকোটে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। এভাবে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেও বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইখতিয়ার-উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

বাংলায় তুর্কী শাসন

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১২০৪ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তারা সকলেই দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসছিলেন। অনেক শাসনকর্তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। তবে এদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লীর আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য বাংলাকে বলা হত বুলগাকপুর বা বিদ্রোহের নগরী।

হযরত শাহজালালের বাংলায় আগমন

হযরত শাহজালাল ছিলেন প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামেনে (মতান্তরে তুরস্কে) জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত সুফী শাহ্ পরান ছিলেন তার ভাগ্নে এবং শিষ্য। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের শাসনামলে তিনি ৩৬০ জন শিষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন। এ সময় সিলেটের রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের সৈন্যদল দু'বার সিলেট জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হযরত শাহজালাল শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সৈন্যদের সঙ্গে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে সিলেট ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ঐ অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত শাহজালাল মৃত্যু অবধি সিলেটে অবস্থান করেন এবং তিনিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের অগ্রনায়ক। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত শাহজালাল এবং হযরত শাহ্ পরানের মাযার সিলেটে অবস্থিত।

দিল্লী সালতানাত

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০)

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০)

ভারতে তুর্কি সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তিনি ছিলেন গজনির সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে কুতুবুদ্দিন আইবেককে অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২০৬ সালে মুহাম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে কুতুবুদ্দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হন। ঐতিহাসিক ড. শ্রীবাস্তবের মতে, তিনি ছিলেন সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলিম সম্রাট। ১২১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হত। দিল্লীর কুতুব মিনার নামক সুউচ্চ মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু হয় তার শাসনামলে। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লীর বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

তথ্য কণিকা

- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক এর জীবন শুরু করেন- মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস হিসেবে।
- মুহাম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ভারত বিজয় করে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন- তুর্কিস্থানের অধিবাসী।
- কুতুবুদ্দিন আইবেক এর শাসনামলকে চিহ্নিত করা হয়- প্রাথমিক যুগের তুর্কি মাসন হিসেবে।
- দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- দানশীলতার জন্য সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেককে বলা হত- 'লাখবক্স'।
- দিল্লির কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের মৃত্যু হয়- ১২১০ সালে।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬)

কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ইলতুৎমিশ ১২১১ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা

প্রদান করেন। তিনি ১২২৯ সালে বাগদাদের খলিফা আল মুনতাসির কর্তৃক ‘সুলতান-ই- আজম’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

তার পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বিদ্রোহী সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত করে বাংলা দিল্লীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইলতুৎমিশ চল্লিশজন তুর্কি সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিরাট তুর্কি বাহিনী গঠন করেন। ইলতুৎমিশের এ চল্লিশজন সেনাপতি ইতিহাসে ‘বিশিষ্ট চল্লিশ’ নামে পরিচিত।

তথ্য কণিকা

- কুতুবুদ্দিন আইবকের জামাতা ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।
- প্রাথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন- ইলতুৎমিশ।
- দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে।
- ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।
- ইলতুৎমিশের উপাধি ছিল- সুলতান-ই আজম।
- কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা। তিনি ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম মুসলিম নারী। ১২৩৬ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আমাত্যদের চক্রান্তে মাত্র ৪ বছর পরই ১২৪০ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

তথ্য কণিকা

- ইলতুৎমিশের কন্যার নাম- সুলতানা রাজিয়া।
- সুলতানা রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন- ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
- দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম মুসলমান নারী- সুলতানা রাজিয়া।

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬)

বাংলার প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন ইলতুৎমিশের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য ফকির বাদশাহ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআন অনুলিখন ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বিদ্রোহসাহী এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের তোতা পাখি নামে পরিচিত আমীর খসরু তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। রক্তপাত ও কঠোর নীতি তাঁর শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)

তিনি ছিলেন দিল্লী সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। ১৩০৬ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন। এর পূর্বে উভয় ভারতের কোন নরপতি দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য জয় করতে পারেননি। তিনি বাজার ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রবর্তন করেন এবং জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট হারে বেধে দেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত আরাই দরওয়াজা তারই কীর্তি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ গুণীজন তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

তথ্য কণিকা

- আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেন- পর্যটক ইবনে বতুতা।
- দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর হস্তক্ষেপ করেন- আলাউদ্দিন খলজি।
- বিখ্যাত আরাই দরওয়াজা- আলাউদ্দিন খলজীর কীর্তি।
- যে সকল গুণীজন আলাউদ্দিন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন- ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ।
- প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন- আলাউদ্দিন খলজী।
- দাক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়- মালিক কাফুর নেতৃত্বে (১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে)।

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

তিনি ১৩২৬ সালে রাজধানীর দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু নানা কারণে কর্মচারীদের দেবগিরি পছন্দ না হওয়ায় এবং উত্তর ভারতে মঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি রাজধানী দিল্লীতে ফেরত আনেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার নোট প্রচলন করেন। অর্থাৎ তিনি ভারতে প্রথম প্রতীক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রতীক মুদ্রা জাল না হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন তা সে যুগে ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হতে থাকে। এজন্য সুলতানকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। তাঁর রাজত্বকালে ১৩৩৩ সালে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সুলতানের কাজীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ৮ বছরকাল উক্ত পদে বহাল

ছিলেন। অতঃপর সুলতানের বিরাগভাজন হয়ে কারারুদ্ধ হন। সুলতান এই বিদেশী পর্যটকের প্রতি দয়া পরবশে হয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

তথ্য কণিকা

- দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন (১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে)- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- উত্তর ভারতে মোঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পুনরায় রাজধানী দিল্লিতে ফেরত আনেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন- ইবনে বতুতা।
- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করে মুদ্রামান নির্ধারণ করে দেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- ইবনে বতুতাকে প্রথমে দিল্লির কাজী এবং পরবর্তীতে চীনের রাষ্ট্রদূত করেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।

খান জাহান আলী

খানজাহান আলী ছিলেন একজন মুসলিম ধর্ম প্রচারক এবং বাংলাদেশের বাগেরহাটের একজন স্থানীয় শাসক। তিনি ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। খান জাহান আলী ১৩৮৯ সালে তুঘলক সেনাবাহিনীতে সেনাপতির পদে যোগদান করেন। তিনি রাজা গণেশকে পরাজিত করে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি বাগেরহাট জেলায় বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩৫-১৪৫৯ খ্রি:) এটি নির্মাণ করেন। মসজিদের নাম ষাট গম্বুজ হলেও মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। মসজিদের ভিতরে ষাটটি স্তম্ভ বা পিলার আছে। মসজিদের চারকোণায় চারটি মিনার আছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।

মাহমুদ শাহ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ। বিখ্যাত তুর্কি রীর তৈমুর ছিলেন এসময় মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিপতি। শৈশবে তার একটি পা খোঁড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুর লঙ নামে অভিহিত। মধ্য এশিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষে ১৩৯৮ সালে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুরকে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা মাহমুদ শাহের ছিল না। তিনি বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রায় তিন মাস ধরে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠনের পর তিনি বিপুল সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

তথ্য কণিকা

- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন- মাহমুদ শাহ।
- তৈমুর লঙ-এর ভারত আক্রমণে পরাজিত হন- মাহমুদ শাহ।
- বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন- মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিপতি।
- তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন- ১৩৯৮ সালে।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

ইব্রাহীম লোদী

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে।

তথ্য কণিকা

- দিল্লির লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান- ইব্রাহীম লোদী।
- দিল্লির সালতানাতের পতন ঘটে- ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন

দিল্লীর সুলতানগণ ১৩৩৮-১৫৩৮ এ দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেনি। এ সময় বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল শুরু হয় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমল থেকে। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। বাংলা ছিল দিল্লির তুঘলক সুলতান শাসিত অঞ্চল। এটি ছিল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত- সোনারগাঁও (শাসক বাহরাম খান), সাতগাঁও (শাসক ইয়াজউদ্দিন ইয়াহিয়া) ও লখনৌতি (শাসক কদর খান)।

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সিলাহদার (বর্ষরক্ষক) ফখরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম দিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এসময় লখনৌতিতে কদর খানকে হত্যা করে সেনাপতি আলী মুবারক, সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ নামধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর রাজধানী লখনৌতি থেকে ফিরুজাবাদে (পাভুয়া) স্থানান্তরিত করেন।

ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা হয়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লীর হস্তক্ষেপের বাইরে

স্বাধীনভাবে বাংলার একাংশ শাসন করেন। তিনি ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার ১১ বছরের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিক হলো চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তার।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৩৩ সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ১৩৪৫-৪৬ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময়ে হযরত শাহজালালের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সিলেট আগমন করেন। সিলেট থেকে নৌপথে তিনি রাজধানী সোনারগাঁও আসেন। বাংলার তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সোনারগাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী রূপে বর্ণনা করেন এবং চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে এর সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। বাংলায় খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বাংলাকে তিনি ‘ধনসম্পদপূর্ণ নরক’ বা দোযখপুর ‘নিয়ামত’ বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ‘কিতাবুল রেহেলা’ গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার বর্ণনা রয়েছে।

সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও ও গৌড়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা হন। ১৩৫৩ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করলে গাজী শাহের শাসনের অবসান ঘটে।

তথ্য কণিকা

- নুসরত শাহ-এর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- নুসরত শাহ-এর পুত্রের নাম- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনকাল ছিল- মাত্র নয় মাস।
- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করেন- তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ।

ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১২)

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ সালে লখনৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪৩৫ সালে সাতগাঁও দখল করেন। এরপর তিনি ত্রিপুরা, নেপাল, উড়িষ্যা, বরানসী জয় করেন। ১৩৫২ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল

করে সমগ্র বাংলায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ ভূখন্ডের নামকরণ করেন ‘মূলক-ই-বাঙ্গালাহ’ এবং নিজেকে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি প্রথম স্বাধীন নরপতি যিনি বাঙালি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে বাঙ্গালাহ নামে। ‘বাঙ্গালাহ’ শব্দটির প্রচলন করেন ইলিয়াস শাহ। তিনি রাজধানী গৌড় (লখনৌতি) হতে পাড়ায় স্থানান্তরিত করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তার রাজত্বকালে বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ সিরাজ উদ্দিন ও শেখ বিয়াবানী বাংলায় এসেছিলেন।

দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলা আক্রমণ করলে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দিল্লী বাহিনী একডালা দুর্গ জয় করতে না পেরে সন্ধি করে দিল্লী ফিরে যান। তিনি ত্রিপুরার রাজ রত্ন-ফাকে ‘মাণিক্য’ উপাধি দেন এবং সেই থেকে ত্রিপুরার রাজাগণ ‘মাণিক্য’ উপাধি ধারণ করে আসছে।

সুলতান সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ মালদহের বড় পাড়ায় বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন ১৩৫৮ সালে। গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তাঁর অমরকীর্তি।

গিয়াসউদ্দিন-আজম-শাহ

এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি বাংলা ভাষার পরম পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তার সময়ে প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য রচনা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় করতেন। তিনি হাফিজকে বাংলায় আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত মুসলিম সাধক শেখ নুরুদ্দিন কুতুব-উল আলম ইসলাম চর্চার প্রয়োগ করেন। এ সময়ে মা ছয়ান নামক চীনা পর্যটক বাংলা সফর করেন। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার রয়েছে।

তথ্য কণিকা

- ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের পর সোনারগাঁয়ের ক্ষমতা দখল করেন- শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণের জবাবে কবি হাফিজ তাকে উপহার পাঠান- একটি গজল।
- যে সুলতান 'শাহ-ই-বাঙ্গাল' উপাধি লাভ করেন- ইলিয়াস শাহ।
- যে মুসলমান শাসক সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন- ইলিয়াস শাহ।
- বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- 'বাঙ্গালাহ' নামের প্রচলন করেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

হুসেন শাহী শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮)

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হলেন বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১৪৯৩-১৫১৯) শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে সেনাপতি পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহের সময়ে কবি মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত তার রাজসভা অলংকৃত করেন। মালাধর বসুকে সুলতান 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের হিন্দু প্রজাগণ তাঁকে 'নৃপতি তিলক' ও 'জগৎ ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে বাদশাহ আকবরের সাথে তুলনা করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রী চৈতন্যদের তাঁর নিকট খুব সম্মান লাভ করেন। তিনি গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়ের একডালা।

তথ্য কণিকা

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি- পরাগল খান ও ছুটি খান।
- হুসেন শাহেরে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন- বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই ও যশোরাজ খান প্রমুখ।
- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয়- হুসেন শাহের আমলে।
- বাংলাদেশের আকবর বলা হতো যে নরপতিকে- হুসেন শাহকে।
- হুসেন শাহী বংশের সুলতানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনি ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি. পর্যন্ত) ক্ষমতায় ছিলেন।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল- একডালা
- নৃপতিত তিলক, জগৎ ভূষণ ও কৃষ্ণাবন উপাধিতে ভূষিত হন- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) গৌড়ের ‘বড় সোনা মসজিদ’ (বার দুয়ারী মসজিদ) এবং ‘কদম রসুল মসজিদ’ নির্মাণ করেন। ১৫২৯ সালে সম্রাট বাবর নুসরাত শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নুসরাত শাহ পরাজিত হন এবং বাবরের সাথে সন্ধি করেন। তাঁর সময়ে কবি শ্রীধর ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য রচনা করেন।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। ১৫৩৮ সালে শের খান সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করলে বাংলার দু’শ বছরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

তথ্য কণিকা

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর পুত্রের নাম- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।
- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ-এর উপাধি- আবু মুজাফফর নুসরাত শাহ।
- গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন- নুসরাত শাহ।
- কদম রসুল মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন- নুসরাত শাহ।

- বাগেরহাটের ‘মিঠা পুকুর’ এর নির্মাতা- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

আফগান/শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫)

১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ 'শেরশাহ' উপাধি নেন। তিনি নিজেকে বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৫৪০ সালে তিনি বাংলা দখল করেন। একই বছর তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে উপমহাদেশে আফগান সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি সড়ক-ই-আজম নামে বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ইংরেজগণ এ রাস্তা সংস্কার করে নাম দেন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যা ঘোড়ার ডাক নামে পরিচিত।

শেরশাহ কবুলিয়াত ও পাট্টার প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করে সরকারকে কবুলিয়াত নামে দলিল সম্পাদন করে দিত আর সরকার পক্ষ থেকে জমির উপর জনগণের স্বত্ব স্বীকার করে নিয়ে পাট্টা দেওয়া হত। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে দাম নামক রূপার মুদ্রার প্রচলন করেন।

তথ্য কণিকা

- শেরশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন- তার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খাঁ, ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে।
- জালাল খাঁ রাজত্ব করেছিলেন- ১৫৪৫-১৫৫৪ পর্যন্ত বা ৯ বছর।
- শূর শাসনে (১৫৫৪-১৫৫৫) পর্যন্ত এক বছরের শাসন করেন তিনজন শাসক- মুহম্মদ শাহ আদিল, ইব্রাহিম খাঁ, সিকান্দার শাহ সুর।
- ১৯৫৫ সালে হুমায়ুন সিকান্দার শাহকে পরাজিত করলে অবসান ঘটে- শূর শাসনের।
- শূর শাসনের সূত্রপাত করেন আফগান শাসক- শেরশাহ।
- শূর শাসনের শ্রেষ্ঠ শাসক শেরশাহ রাজত্ব করেন- ১৫৪০-১৫৪৫ পর্যন্ত।
- আফগান বংশের শাসক শেরশাহ-এর প্রথম নাম- ফরিদ।
- শেরশাহের আসল নাম- শের খান।
- ভারতবর্ষে পুরোপুরি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থার প্রচলন করেন শের শাহ।
- দিল্লি থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করেন- শেরশাহ।
- পাট্টা (ভূমি স্বত্বের দলিল) ও (চুক্তি দলিল) প্রথা চালু করেন- শেরশাহ।

- সড়ক-ই-আজম (পরবর্তীতে ইংরেজদের দেয়া নাম গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড) নামে সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন- শের শাহ।
- শেরশাহ চাকরি করতেন- বাবরের অধীনে।

বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস

সম্রাট আকবর পুরো বাংলার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেয়নি। ভাটি অঞ্চলের জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে ভাটি অঞ্চলের এ জমিদারগণ বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। এ বারো বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না। ধারণা করা হয়, অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদার বোঝাতেই বারো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আকবরের সভাসদ সে সময়ের বাংলাকে নির্দেশ করেছিলেন 'বার ভূঁইয়ার দেশ' হিসেবে।

বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান (১৫২৯-১৫৯৯ খ্রি.)। তিনি বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর পত্তন করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা ঈসা খান ও অন্যান্য জমিদারের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছেন কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর বারো ভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসাখান। এদিকে আকবরের মৃত্যু হলে মুঘল সম্রাট হন জাহাঙ্গীর। তাঁর আমলেই বাংলার বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়। এ সাফল্যের দাবিদার সুবেদার ইসলাম খান। তিনি ১৬১০ সালে বারো ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানকে পরাস্ত করেন। ফলে অন্যান্য জমিদারগণ আত্মসমর্পণ করে। এভাবে বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের শাসনের অবসান ঘটে।

'এগারসিদ্ধুর দুর্গ' ঈসা খানের নাম বিজড়িত মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ। এটি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিদ্ধুর গ্রামে অবস্থিত। 'এগারসিদ্ধু' শব্দটি এখানে 'এগারটি নদী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুর্গ এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ হলো এক সময় এটি অনেকগুলি নদীর (বানার, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, গিয়ার সুন্দা ইত্যাদি) সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। ঈসা খাঁ দুর্গটিকে শক্তিশালী সামরিক ঘাটিতে পরিণত করেন।

মুঘল শাসনামল

মঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি ছিল মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া থেকে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার সময় থেকে তারা মুঘল নামে অভিহিত হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হলে আফগানদের সাথে মুঘলদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ূনের আমলে ভারতে নব-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। অবশ্য ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পুত্র আকবরের সময় থেকে এ সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

১৪৮৩ সালে বাবর মধ্য এশিয়ার ফারাগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফারাগানার যুবরাজ। পিতার মৃত্যু হলে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞাতিশত্রুদের আক্রমণে সিংহাসনচ্যুত ও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি পূর্বদিকে গমন করেন এবং ১৫০৪ সালে কাবুল দখল করে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন। দিল্লীর শাসনকর্তা লোদীর জ্ঞাতিশত্রু পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আহবান জানালে বাবর বিনা বাধায় ১৫২৫ সালে পাঞ্জাব দখল করেন।

জহির উদ্দিন মুহম্মদ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য ইতিহাসে ‘বাবর’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি পিতার দিক হতে তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। তিনি হলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে তিনি মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ‘তুঘক-ই-বাবর’ বা বাবরের আত্মজীবনী নামক গ্রন্থে বাবর তাঁর জীবনের জয়পরাজয়ের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাবর মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশ-এর অযোধ্যা নগরীতে অবস্থিত ছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রাবাদী হিন্দুগোষ্ঠী ঐতিহাসিক এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে।

তথ্য কণিকা

- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সম্রাট বাবর (১৫২৬ সালে)।
- সম্রাট বাবরের জন্ম বর্তমান রুশ- তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারাগানায়।
- বাবর শব্দের অর্থ- বাঘ।

- সম্রাট বাবর পিতার দিক থেকে-তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে- চেঙ্গিস খানের বংশধর।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে।
- ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীর সাথে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সূত্রপাত হয়- মুঘল সাম্রাজ্যের।
- পানিপথের অবস্থান- দিল্লির অদূরে অর্থাৎ ভারতের উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে (দিল্লি ও আখার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে)।
- সম্রাট বাবর রচিত আত্মজীবনীর নাম- তুঘক-ই-বাবর বা বাবরনামা, এটি তুর্কি ভাষায় রচিত।
- সম্রাট বাবর মৃত্যুবরণ করেন- ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর (সমাহিত করা হয় আফগানিস্তানের কাবুলে)।

নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন (১৫৩০-১৫৪০ এবং ১৫৫৫-১৫৫৬)

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ূন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং গৌড় অধিকার করেন। তিনি গৌড় নগরের অপরূপ সৌন্দর্য এবং এর অপরূপ জলবায়ুর উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি গৌড় নগরীর নাম পরিবর্তন করে ‘জান্নাতাবাদ’ রাখেন। তিনি বাংলায় আটমাস অবস্থান করে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বঙ্গারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শেরশাহ হুমায়ূনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে দিল্লি পৌছেন। পরের বছর (১৫৪০ সাল) শেরশাহর বিরুদ্ধে আবার অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু কনৌজের নিকট বিলখামের যুদ্ধে তিনি আবার পরাজিত হন। বিজয়ী শেরশাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেরশাহ ভারতে পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের সহায়তায় হুমায়ূন ১৫৫৫ সালে পুনরায় দিল্লি দখল করেন। ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

তথ্য কণিকা

- সম্রাট হুমায়ূন ক্ষমতা লাভ করেন- ৩০ ডিসেম্বর ১৫৩০ এবং সিংহাসনচ্যুত হন- ১৭ মে ১৫৪০।
- বঙ্গারের নিকটবর্তী চৌসার নামক স্থানে শেরশাহ হুমায়ূনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন- ১৫৩৯ সালে।
- চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে- দিল্লি পৌছেন।

- সম্রাট হুমায়ুন ১৫৪০ সালে শেরশাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে পরাজিত হন- কনৌজের যুদ্ধে।
- পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করেন- ১৫৫৫ সালে।
- বাংলাকে জান্নাতাবাদে বলে আখ্যায়িত করেন- ১৫৩৮ সালে।
- বাংলাকে জান্নাতাবাদ বলে আখ্যায়িত করেন- সম্রাট হুমায়ুন।
- ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন- সম্রাট হুমায়ুন।

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৩ বছর বয়সে আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান আকবরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এজন্য আকবর অনুরাগবশত তাকে খান-ই-বাবা (Lord Father) বলে ডাকতেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর হিমু দিল্লির মুঘল শাসনকর্তাকে পরাজিত করে দিল্লি ও আখ্য়া অধিকার করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে আকবর দিল্লি অধিকার করেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। অমুঘলমানদের উপর ধার্য সামরিক করকে জিজিয়া কর বলে। সম্রাট আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি রাজপুত কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। তিনি রাজপুতদের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্বলিত ‘দীন-ই-ইলাহী’ নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবর মনসবদারী প্রথা চালু করেন। সম্রাটের রাজসভার সদস্যদের মধ্য আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। টোডরমল এদেশের সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন। ফারসির অনুকরণে এদেশে গজল ও সুফি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত ‘আইন-ই-আকবরী’ নামক গ্রন্থে দেশবাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ‘বাংলা’ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এদেশের প্রাচীন নাম ‘বঙ্গ’ এর সাথে

বাধ বা জমির সীমানাসূচক ‘আল’ (-আলি, আইল) প্রত্যয়যোগে ‘বাংলা’ শব্দ গঠিত হয়। আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন। আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন বীরবল। ১৬০৫ খ্রি. সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন। আখ্য়ার সেকেন্দ্রায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ (Bengali Calendar) : ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম হতো। মুঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত হিজরী চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে সম্রাট আকবর ৯৯২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন। তবে তিনি ২৯ বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। খ্রিঃগোরিয়ান সনের মতো বাংলা সনেও মোট ১২টি মাস। বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

এক নজরে বঙ্গাব্দ

ক্রম	বাংলা মাসের নাম	দিনসংখ্যা	কাল/ঋতু	খ্রিঃগোরিয়ান তারিখ অনুসারে মাসের দৈর্ঘ্য
১	বৈশাখ	৩১	Summer গ্রীষ্ম	১৪ এপ্রিল - ১৪ মে
২	জ্যৈষ্ঠ	৩১		১৫ মে - ১৪ জুন
৩	আষাঢ়	৩১	Monsoon বর্ষা	১৫ জুন - ১৫ জুলাই
৪	শ্রাবণ	৩১		১৬ জুলাই - ১৫ অগস্ট
৫	ভাদ্র	৩১	Autumn শরৎ	১৬ আগস্ট - ১৫ সেপ্টেম্বর
৬	আশ্বিন	৩০		১৬ সেপ্টেম্বর - ১৫ অক্টোবর
৭	কার্তিক	৩০	Late Autumn হেমন্ত	১৬ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর
৮	অগ্রহায়ণ	৩০		১৫ নভেম্বর - ১৪ ডিসেম্বর
৯	পৌষ	৩০	Winter শীত	১৫ ডিসেম্বর - ১৩ জানুয়ারি
১০	মাঘ	৩০		১৪ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি

১১	ফাল্গুন	৩০/৩১	Spring বসন্ত	১৩ ফেব্রুয়ারি - ১৪ মার্চ
১২	চৈত্র	৩০		১৫ মার্চ - ১৩ এপ্রিল

১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি বাংলা সন সংস্কার করে। বাংলা সনের ব্যাপ্তি খ্রিঃগোরিয়ান বর্ষপঞ্জির মতোই ৩৬৫ দিনের।

আবওয়াব : আবওয়াব আরবি ও ফারসি ‘বাব’ শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ দরজা, বিভাগ, অধ্যায়, সম্মানী, নির্ধারিত করে অতিরিক্ত দেয় কর ইত্যাদি। মুঘল আমলে ভারতে নিয়মিত করে অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল সামরিক ও আবস্থিককর এবং অন্যান্য ধার্যকৃত অর্থকে বলা হতো আবওয়াব।

তথ্য কণিকা

- মুঘল সম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর সিংহাসনের আরোহণ করেন- ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩ বছর বয়সে)।
- সম্রাট আকবরের পুরো নাম- জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর।
- সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫৭৬ সালে।
- ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থের রচয়িতা- আবুল ফজল।
- সমগ্র বঙ্গ দেশ ‘সবহ-ই-বাঙ্গালাহ’ নামে পরিচিত ছিল- সম্রাট আকবরের সময়ে।
- ‘মুনসবদারী প্রথা’ প্রচলন করেন- সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবরের ‘রাজস্বমন্ত্রী’ ছিলেন- টোডরমল।
- ‘বুলান্দ দরওয়াজা’-এর নির্মাতা- সম্রাট আকবর (গুজরাট রাজ্য জয় উপলক্ষ্যে)।
- ‘অমৃতসর স্বর্ণমন্দির’ নির্মাণ করেন- সম্রাট আকবর।
- বাংলা সনের প্রবর্তক- সম্রাট আকবর। ১১ এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রি. থেকে ১ বৈশাখ ৯৬৩ বাংলা সন গণনা শুরু হয়।
- সম্রাট আকবরের সমাধি- সেকেন্দ্রায়।
- বাংলাদেশের বার ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান ঘটে- সম্রাট আকবরের সময়।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫৫৬ সালে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও আফগান নেতা হিমুর মধ্যে।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন- হিমু।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের অবসান ঘটে- মুঘল আফগান সংঘর্ষের।

- সম্রাট আকবর বিবাহ করেন- রাজকণ্যা যোধাবাদিকে।
- ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সংবলিত ‘দীন-ই-ইলাহী’ নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন- সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবরের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রমুখ ব্যক্তি।
- আকবরের রাজসভায় গায়ক তানসেনকে বলা হয়- ‘বুলবুল-ই-হিন্দ’।
- আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন- বীরবল।
- আকবরের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী ছিল- ১৯ জন।

সেলিম নূর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

সম্রাট আকবর বাংলা জয় করলেও সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণে করে তিনি বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুঘল সুবেদার। ইসলাম খান বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করেন এবং ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের শাসনে আনয়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের প্রথম দূত ছিলেন ক্যাপ্টেন হকিন্স (১৬০৮)।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল সম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নূরজাহান অপূর্ব রূপবতী মহিলা ছিলেন। নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল মেহেরুন নেছা। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তার সমাধি লাহোরে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর’।

তথ্য কণিকা

- জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন- ২৪ অক্টোবর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে।
- নূরজাহান ছিলেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।
- নূরজাহানের প্রকৃত নাম- মেহেরুনিসা।
- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করে- পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরুনিসাকে বিয়ে করেন- ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে।
- নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।

- আশ্রার দুর্গ নির্মাণ করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর রচিত আত্মচরিত্র- তুযক-ই-জাহাঙ্গীর

শাহজাহান ওরফে খুররম (১৬২৮-১৬৫৮)

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী। শাহজাহান তার স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। সম্রাট ১৬৩১ সালে শেষ নিঃশেষ ত্যাগ করেন। সম্রাট তার প্রিয়তমার মৃত্যুতে গভীর আঘাত পান। তিনি আশ্রার যমুনা নদীর তীরে পত্নীপ্রেমের অক্ষয়কীর্তি তাজমহল নির্মাণ করেন। নির্মাণকাল : ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ; (সপ্তদশ শতাব্দী)। এর স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ আহমদ লাহরি; তবে পারস্যের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা চতুরের নকশা করার বিশেষ ভূমিকায় অনেক স্থানে নাম পাওয়া যায়। মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণমণ্ডিত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের অমর সৃষ্টি। সম্রাট শাহজাহানের মুকুটে বিশ্ববিশ্রুত অপূর্ব ‘কোহিনুর’ হীরা শোভা বর্ধন করত। সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে লাল কেল্লা, জাম-ই-মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আশ্রায় মতি মসজিদ এবং লাহোরে সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। এজন্য তাঁকে Prince of Builders বা স্থপতি সম্রাট বলা হয়।

তথ্য কণিকা

- শাহজাহানের বাল্যনাম- খুররম।
- সম্রাট শাহজাহানকে ‘শাহজাহান’ উপাধি দেন- তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- শাহজাহানের স্ত্রীর নাম- মমতাজহল (মৃত্যুবরণ করেন ১৬৩১ সালে)
- সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতায় আসেন- ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।
- পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি ‘আশ্রার তাজমহল’ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- তাজমহলের স্থপতি ছিলেন- ওস্তাদ ঈসা।
- তাজমহল অবস্থিত- আশ্রার যমুনা নদীর তীরে।
- দিল্লির দরবারে শাহজাহানের নির্মিত অমর কীর্তি- দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস।
- আশ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- ‘Prince of Builders’ নামে খ্যাত- সম্রাট শাহজাহান।

- সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত সিংহাসনের নাম- ময়ূর সিংহাসন।
- দিল্লিতে অবস্থিত ‘লাল কেল্লা’ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- বাংলাদেশকে ভারতের শস্যভাণ্ডার বলে অভিহিত করেন- বার্নিয়ার।

আওরঙ্গজেব/আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)

শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে চারপুত্র ও দুইকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রদের নাম দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। কন্যাদের নাম ছিল জাহান আরা ও রওশন আরা। দ্রাত্যুদে জাহান আরা দারার পক্ষ এবং রওশন আরা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করে। যুদ্ধে অপর ভাইদের পরাজিত করে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ ‘আলমগীর’ নামক তরবারী প্রদান করেন। বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. বিনা যুদ্ধে কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল ‘আলমগীরনগর’। সম্রাট আওরঙ্গজেব অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুঘলমান ছিলেন। এজন্য তাঁকে ‘জিন্দাপীর’ বলা হয়। তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

তথ্য কণিকা

- আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন- ২১ জুলাই ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে।
- অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে- ‘জিন্দাপীর’ বলা হয়।
- ‘ফতোয়া-ই-আলমগীরী’ রচনা করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব।
- আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।
- সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন- চারপুত্র (দারাশিকোহ, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ) এবং দুই কন্যা (জাহানআরা ও রওশনআরা)
- দ্রাত্যুদে জাহান আরা দারাশিকোর পক্ষ এবং রওশনআরা সমর্থন করে- আওরঙ্গজেবের পক্ষ।
- সম্রাট শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করেন- ‘আলমগীর’ নামক তরবারী।

মুহম্মদ শাহ

দুর্বল ও অকর্মণ্য মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর আমলে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে) পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদির শাহ ভারত হতে মহামূল্যবান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন পারস্যে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.)

শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে) নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

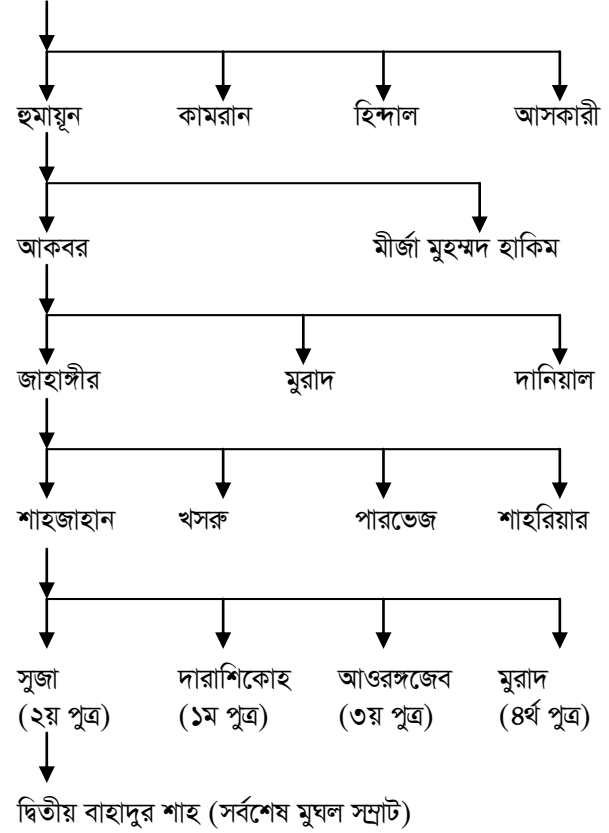
তথ্য কণিকা

- আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন-নাদির শাহের সেনাপতি।
- নাদিম শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের অধিপতি হন- আহমদ শাহ আবদালি।
- মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করে পরাজিত হন- আহমদ শাহ আবদালি।
- ১৭৬১ সালে দিল্লির অদূরে পানিপথের প্রান্তরে- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ।
- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ আহমদ শাহ আবদালি পরাজিত করেন- মারাঠাদেরকে।
- ‘ময়ূর সিংহাসন’ বর্তমান আছে- ইরানে।
- শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেওয়া হয়- রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে)

একনজরে মুঘলদের বংশ তালিকা

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর

(প্রতিষ্ঠাতা)



বাংলায় সুবেদারী শাসন

ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.)

ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। সম্রাটের নামানুসারে তিনি ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ঢাকার ‘দোলাই খাল’ খনন করেন।

কাসিম খান জুয়িনী (১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.)

পতুর্গিজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খান পতুর্গিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন।

যুবরাজ শাহ সুজা (১৬৩৮-১৬৬০)

সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা সুজার শাসনামল ছিল বাংলার জন্য স্বর্ণযুগ। ১৬৪২ সালে উড়িষ্যা প্রদেশকে সুজার অধীনে দেয়া হয়। তিনি বড় কাটরা, ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ করেন। জনৈক ইংরেজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় তাঁর কন্যা আরোগ্য লাভ করেন। তিনি ১৬৫১ সালে ইংরেজদের বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট শাহজাহানের পর আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহন করলে তিনি সেনাপতি মীর জুমলার হাতে পরাজিত হন এবং আরাকানে পালিয়ে যান।

তথ্য কণিকা

- সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্রের নাম- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন- ১৬৩৯ সালে।
- ঢাকার চকবাজারে ‘বড় কাটরা’ নির্মাণ করেন- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন- ১৬৫৭ সালে।
- ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ দেন- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা নিহত হন- আরাকানীদের হাতে।

মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)

১৬৬০ সালে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি ঢাকার উত্তর দিকে সীমানা বর্ধিত করেন এবং ‘ঢাকা গেইট’ দোয়েল চত্বর সংলগ্ন নির্মাণ করেন। ১৬৬৩ সালে তিনি আসাম অভিযান পরিচালনা করে আসামের বেশির ভাগ অংশ মুঘলদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং ফেরার পথে ঢাকা হতে কয়েক মাইল দূরে খিজিরপুরে মৃত্যুবরণ করেন। মীর জুমলা আসাম যুদ্ধে যে কামান ব্যবহার করেন তা বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

তথ্য কণিকা

- মীর জুমলাকে সুবেদার নিয়োগ করেন- আওরঙ্গজেব।
- মীর জুমলা সুবেদার ছিলেন- তিন বছর।
- কৃষকদের নিকট থেকে প্রথম রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন- মীর জুমলা।
- রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন- মীর জুমলা।
- ঢাকা গেট নির্মাণ করেন- মীর জুমলা।

- সর্বপ্রথম আসাম ও কুচবিহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন- মীর জুমলা
- মীর জুমলা মৃত্যুবরণ করেন- নরায়ণগঞ্জের নিকট খিজিরপুরে।

শায়েস্তা খান (১৬৬৩-’৭৮, ’৭৯-’৮৮)

মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খানের আমলকে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তিনি পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের তাড়িয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং নাম রাখেন ‘ইসলামাবাদ’। এ সময় চট্টগ্রাম প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়। তিনি দক্ষিণ বাংলা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষদের মগ ও জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। তিনি চকবাজার এলাকায় ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। তাঁর উৎসাহে মীর মুরাদ ‘হোসেনী দালান’ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ঢাকায় ৮ মণ চাল বিক্রি হত।

১৬৭৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি বাংলা ভাষা ত্যাগ করলে প্রথমে ফিদাই খান ও পরে শাহজাদা মুহম্মদ আযম বাংলার সুবেদার হন। শাহজাদা আযম ঢাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সীমানা দেয়াল স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন ‘কেল্লা আওরঙ্গবাদ’। এক বছরের মাথায় শাহজাদা আযম বাংলা ত্যাগ করলে শায়েস্তা খান পুনরায় বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি দুর্গের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তাঁর কন্যা ‘ইরান দূখত (পরী বিবি) মারা গেলে তিনি দুর্গকে অপয়া ভেবে নির্মাণ কাজ স্থগিত করেন। পরবর্তীতে ইব্রাহীম খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলে ১৬৯০ সালে দুর্গের কাজ সমাপ্ত হয়। এটিই বর্তমান কালের লালবাগের কেল্লা। শায়েস্তা খান স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এই যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

তথ্য কণিকা

- শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীরনগর সুবেদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৬৬৪ সালে।
- দু’বার বাংলার সুবেদার হন- শায়েস্তা খান।

- শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন- ইসলামাবাদ।
- বিবি পরী ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা, যার আসল নাম- ইরান দুখ্ত।
- ঢাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত- শায়েস্তা খানের আমলে।
- ঢাকায় ছোট কাটরা, হুসেনী দালান ও লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন- শায়েস্তা খান।

বাংলায় নবাবী শাসন

মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭৫৬)

তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হাজী সফী নামক এক ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করে নাম দেন মুহম্মদ হাদী। সুবেদার মুর্শিকুলী খানের সময় থেকে বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। তিনি হলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তাঁর আমল থেকে বাংলায় নবাবী আমল শুরু হয়। প্রথমে তিনি হায়দ্রাবাদের দেওয়ান ছিলেন। ১৭০০ সালে তিনি বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন। তিনি ১৭০২ সালে মুর্শিদকুলী খান উপাধি পান। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার স্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করে নাম রাখেন ‘মুর্শিদাবাদ’। তাঁর শাসনামল থেকে বাংলায় নবাবী শাসন শুরু হয়। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।

তথ্য কণিকা

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান।
- মুর্শিদকুলী খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে)।
- ‘জাফর খান’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়- মুর্শিদকুলী খানকে (১৭১৪ সালে)।
- মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার সুবেদারি প্রদান করা- হয় ১৭১৭ সালে।
- বাংলায় স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা করেন- মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলায় রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম কৃতিত্বপূর্ণ অবদান- মুর্শিদকুলী খানের।
- মুর্শিদকুলী প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম- মালজামিনী।
- মুর্শিদকুলী খানের সময় উচ্ছেদকৃত জমিদারদের প্রদত্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা হলো- নানকর।
- ‘জিনাত-উন-নিসা’ ছিলেন- মুর্শিদকুলী খানের কন্যা (স্বামী সুজাউদ্দীন খান)।

আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬)

আলীবর্দী খানের শাসনামলে মারাঠারা প্রতিবছর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করত। মারাঠা হানাদাররা লণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বাংলার জনগণের মনে এমন ভ্রাসের সঞ্চার করেছিল যে, বহুলোক তাদের ঘড়বাড়ি ছেড়ে গঙ্গার পূর্বদিকের জেলাগুলোতে পালিয়ে যায়। বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা ‘বর্গী’ নামে পরিচিত ছিল। এই বর্গী শব্দটি ‘বরগি’র শব্দের অপভ্রংশ। মারাঠা বাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের সর্বনিম্ন পদদধারীদের বলা হতো বরগি। মারাঠাদের আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়। আলীবর্দী খান মারাঠাদের সাথে চুক্তি করে বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ

হতে রক্ষা করেন। ১৭৫৬ সালে এপ্রিল মাসে তিনি মারা গেলে তার দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তথ্য কণিকা

- আলীবর্দী খানের প্রকৃত নাম- মিজা মুহাম্মদ আলী।
- ১৭৪০ সালে গিরয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার মসনদ অধিকার করেন- আলীবর্দী খান।

সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়েন উদ্দিন এবং মাতার নাম আমিনা। মাতামহ নবাবের মৃত্যু হলে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৭৫৬ সালে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইংরেজদের কাসিম বাজার দুর্গ অধিকার করেন। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। কলকাতা অধিকার করে সিরাজউদ্দৌলা নিজ মাতামহের নামানুসারে এর নাম রাখেন আলীনগর। ১৭৫৬ সালে অক্টোবরে ‘মনিহারী যুদ্ধে’ শওকত জংকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি পূর্ণিয়া অধিকার করেন। ১৭৫৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ইংরেজদের সাথে ‘আলীনগরের সন্ধি’ করেন।

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী : নবাবের কলকাতা অভিযান প্রাক্কালে হলওয়েলসহ কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী হয়েছিলেন। তার মধ্যে ঐতিহাসিক হলওয়েলের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, নবাব ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখেন। জুন মাসে প্রচণ্ড গরমে ক্ষুদ্র পরিসরে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীর মধ্য ১২৩ জন স্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হলওয়ের কর্তৃক প্রচারিত এই কাহিনী ‘অন্ধকূপ হত্যা’ নামে পরিচিত। অন্ধকূপ কাহিনীর পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পলাশীর যুদ্ধ : ২৩ জুন, ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে নবাবের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। মীরমদন, মোহনলাল প্রমুখ দেশপ্রেমিক সৈনিকগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও নবাবের সেনাপতি মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ এদের ন্যায় দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ২ জুলাই ১৭৫৭ মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশ

সিরাজউদ্দৌলা তাঁর এক সময়ের আশ্রিত মোহাম্মদী বেগের হাতে নিহত হন (মতান্তরে মীর জাফরের পুত্র মীরন)। তিনি মাত্র এক বছর আড়াই মাস বাংলার নবাব ছিলেন। তিনি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

তথ্য কণিকা

- সিরাজউদ্দৌলা, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন- ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল (২৩ বছর বয়সে)।
- আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠ কন্যা ও সিরাজউদ্দৌলার মাতার নাম- আমিনা বেগম।
- সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম- জয়নেউদ্দিন আহমদ খান।
- সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করেন- ঘসেটি বেগম।
- পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন- রবার্ট ক্লাইভ।
- পলাশীর যুদ্ধের নবাব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন- মীর জাফর।
- পলাশীর যুদ্ধ হয় ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন- সিরাজউদ্দৌলা।
- পলাশীর প্রান্তর অবস্থিত- ভাগীরথী নদীর তীরে।
- অন্ধকূপ হত্যা নামক কাল্পনিক কাহিনীর রচয়িতা- হলওয়েল।
- সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন- মীর জাফর।

মীর কাসিম ও বঙ্গারের যুদ্ধ

মীর কাসিম ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। মীর কাসিম ছিলেন মীর জাফরের জামাতা। তিনি ১৭৬০ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মীর কাসিম ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তাই প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত করার জন্য বিচক্ষণ নবাব সর্বাধো রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। অযোধ্যার নবাব সূজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও মীর কাসিম ‘বঙ্গারের যুদ্ধে’ ১৭৬৪ সালে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা অনেক সুবিধার বিনিময়ে মীরজাফরকে দ্বিতীয়বারের মত বাংলার সিংহাসনে বসান।

বঙ্গারের যুদ্ধ

প্রতিপক্ষ	ইংরেজ বাহিনী	বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লীর সম্রাটের মিত্রবাহিনী
সময়কাল	১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	
স্থান	বঙ্গারের প্রান্তর	

ফলাফল	মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী ইংরেজদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধান্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশে ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু বঙ্গারের যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের সার্বভৌম শক্তি পদানত হয়।
-------	---

■ সূজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯)

- সম্রাট ফখরুখ শিয়ার বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন সূজাউদ্দীন খানকে।
- সূজাউদ্দীন খান স্বাধীন নবাবের মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে।
- নবাব সূজাউদ্দীন ছিলেন মুর্শিদকুলী খান এর জামাতা।

■ সরফরাজ খান

- সরফরাজ খানের উপাধি- ‘আল-উদ-দৌলা হায়দর জঙ্গ’।
- নাজিম আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন- সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে।

এক নজরে বিভিন্ন পরিব্রাজকের বাংলায় আগমন

পরিব্রাজকের নাম	জাতীয়তা	বাংলায় আগমনের সাল	তৎকালীন এদেশীয় শাসক
মেগাস্থিনিস	গ্রীক	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
ফা-হিয়েন	চীনা	৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দ	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাং	চীনা	৬৩০ খ্রিস্টাব্দ	হর্ষবর্ধন
ইবনে বতুতা	মরক্কীয়	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ (ভারতে আগমন)	দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক
		১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ (বাংলায় আগমন)	বাংলার সুলতানঃ ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ
মা-হুয়ান	চীনা	১৪০৬	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

Teacher Student Work

০১. সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কি?

ক. সোনারগাঁও

খ. জাহাঙ্গীরনগর

- গ. ঢাকা ঘ. গৌড়
০২. বাংলায় মুসলিম শাসন কোন শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. অষ্টম শতাব্দী খ. দশম শতাব্দী
গ. দ্বাদশ শতাব্দী ঘ. ত্রয়োদশ শতাব্দী
০৩. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন-
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ
গ. মুহাম্মদ ঘুরী ঘ. গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ
০৪. প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন-
ক. বাবর খ. সুলতান মাহমুদ
গ. মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘ. মুহাম্মদ ঘুরী
০৫. বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ. নবাব আলীবর্দী খাঁ
গ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ঘ. বখতিয়ার খলজী
০৬. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন-
ক. মুহাম্মদ বিন তুঘলক খ. গিয়াস উদ্দিন তুঘলক
গ. ফিরোজ শাহ তুঘলক ঘ. এদের কেহই নয়
০৭. ইবনে বতুতা কার রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন
ক. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ খ. সিকান্দার শাহ
গ. আজম শাহ ঘ. বায়েজীদ শাহ
০৮. কোন আমলে সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিলো?
ক. সুলতানী আমলে খ. মোঘল আমলে
গ. ব্রিটিশ আমলে ঘ. পাকিস্তান আমলে
০৯. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন?
ক. ফখরুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ. ফখরুদ্দিন জাহির শাহ ঘ. মোহাম্মদ ঘুরী

১০. কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল?
ক. গৌড় খ. সোনারগাঁও গ. ঢাকা ঘ. হুগলি
১১. বাংলাকে কে 'দোষখপূর্ণ নিয়ামত' বা ধন-সম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেছেন?
ক. ইবনে বতুতা খ. অতীশ দীপঙ্কর
গ. হিউয়েন সাং ঘ. ফা হিয়েন
১২. কোন সুলতান 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি ধারণ করেন?
ক. আলাউদ্দিনের হুসেন শাহ খ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
১৩. কবি হাজিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?
ক. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ খ. রুকনউদ্দিন মোবারক শাহ
গ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ. গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ
১৪. প্রাচীন বাংলা সবগুলো জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিত লাভ করে কার আমল থেকে?
ক. সুলতান সিকান্দার শাহ খ. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ. নবাব আলীবর্দী খাঁ
১৫. বাংলার প্রথম জনক কে?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান খ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ. শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ ঘ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
১৬. কোন সুলতান সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন?
ক. বখতিয়ার খলজী খ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঘ. নুসরাত শাহ
১৭. কার শাসনামলে পীর খান জাহান আলী বাগেরহাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন?
ক. সম্রাট আকবর খ. নুসরাত শাহ
গ. ইসলাম খান ঘ. নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

Previous Question

০১. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন?
[৩০তম বিসিএস]
ক. ১৪৯৮-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ খ. ১৪৯৮-১৫১৭ খৃষ্টাব্দ
গ. ১৪৯৮-১৫১৮ খৃষ্টাব্দ ঘ. ১৪৯৮-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ
০২. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিলেন-
ক. পর্তুগীজরা খ. ইংরেজরা
গ. ওলন্দাজরা ঘ. ফরাসিরা
০৩. বখতিয়ার খলজী বাংলা জয় করেন কোন সালে? [৩০তম বিসিএস]
ক. ১২১২ খ. ১২০০ গ. ১২০৪ ঘ. ১২১১
০৪. নিচের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন? [২৫তম বিসিএস]
ক. ফা-হিয়েন খ. ইবনে বতুতা
গ. মার্কো পোলা ঘ. হিউয়েন সাং
০৫. বাংলায় মুসলিম অধিপত্য বিস্তারের সূচনা কে করেন?
[২৪তম বিসিএস]

- ক. আলী মর্দান খলজী
খ. তুঘরিল খান
গ. শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ
ঘ. ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী
০৬. কোন শাসকের আমলে সমগ্র বাংলা পরিচিত হয়ে উঠে বাঙ্গালাহ নামে?
[১২তম বিসিএস]
ক. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ খ. সম্রাট আকবর
গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ঘ. শেরশাহ
০৭. ইরাকের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের?
[২৪তম বিসিএস]
ক. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ খ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ঘ. ইলিয়াস শাহ
০৮. সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কি ছিল? [২৯তম বিসিএস]
ক. সোনারগাঁও খ. জাহাঙ্গীরনগর

- গ. ঢাকা ঘ. গৌড়
০৯. কে বাংলার সাল গণনা শুরু করেন? [৩২তম বিসিএস]
ক. লক্ষন সেন খ. ইলিয়াস দশাহ
গ. বিজয় সেন ঘ. আকবর
১০. বাংলার নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন-
[১০ ও ২৬তম বিসিএস]
ক. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ খ. ইলিয়াস শাহ
গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট বাবর

১১. কোন মুঘল সম্রাট নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'? [৩৫তম বিসিএস]
ক. বাবর খ. হুমায়ূন গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

০১	ঘ	০২	ক	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ঘ
০৬	গ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	গ
১১	খ								

Practice Question

০১. কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল?
ক. গৌড় খ. সোনারগাঁও গ. ঢাকা ঘ. হুগলি
০২. বাংলাকে কে 'দোযখপূর্ণ নিয়ামত' বা ধন-সম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেছেন?
ক. ইবনে বতুতা খ. অতীশ দীপঙ্কর
গ. হিউয়েন সাং ঘ. ফা হিয়েন
০৩. কোন সুলতান 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি ধারণ করেন?
ক. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ খ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
০৪. ইরাকের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের?
[২৪তম বিসিএস]
ক. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ খ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ঘ. ইলিয়াস শাহ
০৫. কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?
ক. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ খ. রুকনউদ্দিন মোবারক শাহ
গ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
০৬. প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিত লাভ করে কার আমল থেকে?
ক. সুলতান সিকান্দার শাহ খ. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ. নবাব আলীবর্দী খাঁ
০৭. বাংলার প্রথম জনক কে?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ. শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ
ঘ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
০৮. কোন সুলতান সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন?
ক. বখতিয়ার খলজী খ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঘ. নুসরাত শাহ
০৯. কার শাসনামলে প্রাচীন ছয়টি জনপদের একত্রে বাংলা নামকরণ হয়?
ক. বিজয় সেন খ. শশাঙ্ক
গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ঘ. রাজা ধর্মপাল
১০. কার শাসনামলে পীর খান জাহান আলী বাগেরহাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন?

- ক. সম্রাট আকবর খ. নুসরাত শাহ
গ. ইসলাম খান ঘ. নাসিরুদ্দিন মাহমুদ
১১. বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন?
ক. বখতিয়ার খলজী খ. হোসেন শাহ
গ. ইলিয়াস শাহ ঘ. সরফরাজ খান
১২. দিল্লির সুলতানগণ বাংলাকে 'বলুঘকপুর' বলে সম্বোধন করত কেন?
ক. বাঙালিদের ব্যবহারের কারণে
খ. বাঙালিদের কোমন স্বভাবের কারণে
গ. সুযোগ পেলে বাঙালি বিদ্রোহ করতে বলে
ঘ. বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
১৩. আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ কোন সুলতানকে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?
ক. বখতিয়ার খলজী খ. গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খলজী
গ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ. ইলিয়াস শাহ
১৪. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা-
ক. কুতুবুদ্দিন আইবেক খ. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজী
১৫. সুলতান-ই আযম কার উপাধি?
ক. আলাউদ্দিন খলজী খ. শেরশাহ
গ. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ঘ. মুহম্মদ বিন তুঘলক
১৬. দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন কে?
ক. সম্রাট আকবর খ. মুহম্মদ বিন তুঘলক
গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. সুলতান ইলিয়াস শাহ
১৭. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন বছর?
ক. ১৭৫৭ খ. ১৭৬১
গ. ১৭৫৮ ঘ. ১৭৭৫
১৮. সম্রাট শাহজাহানের কোন পুত্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন?
ক. দারা খ. সুজা
গ. মুরাদ ঘ. আওরঙ্গজেব
১৯. Who was the last emperor of Mughal Reign?

ক. Bhadur Shah খ. Moshiur Shah

গ. Shah Alam Shah ঘ. Shirajdullaj

২০. 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের' নির্মাতা-

ক. বাবর খ. আকবর

গ. শাহজাহান ঘ. শের শাহ

২১. ভারতের যে সম্রাটকে 'আলমগীর' বলা হতো-

ক. শাহজাহান খ. বাবর

গ. বাদাশুর শাহ ঘ. আওরঙ্গজেব

২২. নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিলেন কোন সালে?

ক. ১৭৬১ খ. ১৭৯৩

গ. ১৭৩৯ ঘ. ১৭৬০

২৩. 'বুলবুল-ই-হিন্দ' কাকে বলা হয়?

ক. তানসেনকে খ. আমীর খসরুকে

গ. আবুল ফজলকে ঘ. গালিবকে

২৪. যে বিদেশী রাজা ভারতের কোহিনুর মণি ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন-

ক. আহমদ শাহ আবদালি খ. নাদির শাহ

গ. দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ঘ. সুলতান মাহমুদ

২৫. দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন-

ক. সম্রাট জাহাঙ্গীর খ. সম্রাট শাহজাহান

গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট আওরঙ্গজেব

২৬. বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রান্স' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?

- ক. কুমিল্লা জেলার দাউদ কান্দি খ. ঢাকা জেলার বারিধারা
গ. যশোর জেলার বিকরগাছা ঘ. নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

২৭. আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন?

- ক. ১০ বছর খ. ১১ বছর গ. ১২ বছর ঘ. ১৩ বছর

২৮. ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'-এর রচয়িতা কে?

- ক. Firdausi খ. Abul Fazal
গ. Ghalib ঘ. None of above

২৯. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়-

- ক. ১৫২৬ সাল খ. ১৫৫৬ সাল
গ. ১৭৬১ সাল ঘ. ১৭২৬ সাল

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ঘ
০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	গ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ
২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক		

Self Study

বাংলার সঙ্গীত

রণসঙ্গীত	১ম দুই লাইন - চল চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
	রচয়িতা ও সুরকার - কাজী নজরুল ইসলাম	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ
	এটি 'সন্ধ্যা' কাব্যের অন্তর্গত	শিল্পী - শাহনাজ রহমতউল্লাহ
	প্রকাশ - বাংলা ১৩৩৪ সালে 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় 'নতুনের গান' শিরোনাম	শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার - কাজী নজরুল ইসলাম
	অনুষ্ঠানের রণসঙ্গীতের ২১ চরণ বা লাইন বাজানো হয়	গীতিকার ও সুরকার - আবু জাফর
ক্রীড়া সঙ্গীত	১ম দুই লাইন - বাংলার দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্দম দুর্জয় ক্রীড়াঙ্গণের শীর্ষে রাখবো আমরা মৌর্যের পরিচয়	শিল্পী - ফরিদা পারভীন
	রচয়িতা - সেলিমা রহমান	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
	সুরকার - খন্দকার নূরুল আলম	সুরকার - সত্য সাহা
	বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীত ১০ চরণ বিশিষ্ট	শিল্পী - শাহনাজ রহমতউল্লাহ
	রচয়িতা - গোবিন্দ হালদার	গীতিকার - মোঃ মনিরুজ্জামান
'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা....'	প্রথম শিল্পী - স্বপ্না রায়	সুরকার - সত্য সাহা
	শিল্পী - রেবেকা সুলতানা	শিল্পী - আবদুল জব্বার
	শিল্পী ও সুরকার - আপেল মাহমুদ	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার
	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার
	গীতিকার ও সুরকার - খান আতাউর রহমান	গীতিকার - সিকানদার আবু জাফর
'এক নদী রক্ত পেরিয়ে'	রচনাকাল ১৯০৫	গীতিকার - আবদুল গাফফার চৌধুরী
	শিল্পী ও সুরকার - আবদুল জব্বার	প্রথম সুরকার - আবুল লতিফ; পরবর্তী সুরকার - আলতাফ মাহমুদ
	গীতিকার - ফজলে খোদা	শিল্পী - আবদুল লতিফ
	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার	এটি হাসান হাফিজুরের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থে ১ম প্রকাশিত হয়
	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ	
'জয়বাংলা বাংলার জয়....'	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার	
	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ	
	গীতিকার ও সুরকার - লালন ফকির	
'খাচার ভিতর অচিন পাখি....'		
'আমাদের সংগ্রাম চলবেই'		
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'		
'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'		

‘সব ক’টি জানালা খুলে দাও না’	গীতিকার - নজরুল ইসলাম বাবু
	সুরকার - আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
	শিল্পী - সাবিনা ইয়াসমিন
‘মোদের গরব, মোদের আশা’	গীতিকার - অতুল প্রসাদ সেন
‘আমি বাংলার গান গাই’	গীতিকার ও প্রথম শিল্পী - প্রতুল মুখোপাধ্যায়
‘মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য’	গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী - ভূপেন হাজারিকা
‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’	গীতিকার - গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
	শিল্পী - মান্না দে
‘ভাল আছি, ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো...’	গীতিকার - রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
‘আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন....’	গীতিকার - মোঃ মনিরুজ্জামান

০১. “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি”-এর রচয়িতা-
[১৯তম বিসিএস; ১০ বিসিএস]

ক. শামসুর রাহমান খ. আব্দুল গাফফার চৌধুরী
গ. হাসান হাফিজুর মাহমুদ ঘ. বুলবুল চৌধুরী

০২. “সব ক’টি জানালা খুলে দাও না”-এর গীতিকার কে?
[১০তম বিসিএস]

ক. মরহুম আলতাফ মাহমুদ খ. মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
গ. ডঃ মনিরুজ্জামান ঘ. মরহুম ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল

০৩. “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” গানটির
সুরকার কে? [১০তম বিসিএস]

ক. আব্দুল আহাদ খ. আব্দুল আলীম
গ. আলতাফ মাহমুদ ঘ. বুলবুল চৌধুরী

০৪. “জয় বাংলা বাংলার জয়” গানটির গীতিকার কে?

ক. আনোয়ার পারভেজ খ. গাজী মাহহারুল আনোয়ার
গ. আবদুল গাফফার চৌধুরী ঘ. বেগম সুফিয়া কামাল

০৫. বাংলাদেশের রণসঙ্গীত কার রচনা?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্দিন ঘ. শামসুর রাহমান

০৬. কার উক্তি ‘বল বীর চির উন্নত মম শির’?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কায়কোবাদ

০৭. বাংলাদেশের ক্রীড়াসঙ্গীতের রচয়িতা কে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সেলিমা রহমান
গ. খান আতাউর রহমান ঘ. খন্দকার নূরুল আলম

০৮. বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের সুরকারের নাম কি?

ক. সেলিমা রহমান খ. নজরুল ইসলাম
গ. খন্দকার নূরুল আলম ঘ. সুবল দাস

০৯. “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” রচনাটি-

ক. আবুল হাসানের একটি কবিতা ও গান
খ. সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত কবিতা পরে গান
গ. আল মাহমুদের একটি কবিতা
ঘ. আলতাফ মাহমুদ রচিত কবিতা ও গান

১০. ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়’ গানটির রচয়িতা ও
সুরকার হলেন শিল্পী-

ক. আবদুল লতিফ খ. আবদুল করিম
গ. লুৎফর রহমান ঘ. হাসান আলী

১১. ‘সব ক’টি জানালা খুলে দাও না’ গানটির সুরকার কে?

ক. সত্য সাহা খ. আজাদ রহমান
গ. আহমদ ইমতিয়াজ বুলবুল ঘ. আলতাফ মাহমুদ

১২. ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার’ গানটির রচয়িতা কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. দ্বিজেন্দ্র লাল রায়
গ. অতুল প্রসাদ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

১৩. “ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা” গানটির রচয়িতা কে?

ক. বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. দ্বিজেন্দ্র লাল রায়
গ. অতুল প্রসাদ ঘ. নজরুল ইসলাম

১৪. ‘আমি বাংলার গান গাই’ - এর প্রথম গায়ক-

ক. সুবীর নন্দী খ. প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মাহমুদজান বাবু ঘ. আবদুল জব্বার

১৫. ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি’ গানটির গীতিকার কে?

ক. গোবিন্দ হালদার খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. গাফফার চৌধুরী ঘ. আপেল মাহমুদ

১৬. ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি’ গানটির শিল্পী কে?

ক. সৈয়দ আব্দুল হাদী খ. খান আতাউর রহমান
গ. রুনা লায়লা ঘ. আপেল মাহমুদ

১৭. ‘আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন’ গানটির রচয়িতা-

ক. গাজী মাজহারুল আনোয়ার খ. খান আতাউর রহমান
গ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঘ. মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	খ
০৬	ক	০৭	খ	০৮	গ	০৯	খ	১০	ক
১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	গ						

বাংলার লোক সঙ্গীত

গম্ভীরা	রাজশাহী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) জন্ম- পশ্চিমবঙ্গের মালদহ	ভাওয়াইয়া	রংপুর (গাড়োয়ানদের গান) উত্তরবঙ্গ জন্ম- রংপুর ও ভারতের কুচবিহার
চটকা	রংপুর	ভাটিয়ালী	ময়মনসিংহ ও সিলেট (জেলে-মাঝিদের গান)
জারি	ঢাকা ও ময়মনসিংহ	গাজীর গান	রংপুর, উৎপত্তি-ফরিদপুর অঞ্চলে
মাইজভাঙ্গারী	চট্টগ্রাম	পালা	সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা
সারি	নৌকা বাইচের গান	মার্সিয়া	শিয়া মতালম্বীদের গান
লেটোস	ময়মনসিংহ	২০০৬ সালে	ইউনেস্কো বাউল গানকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে

০১. ‘গম্ভীর’ কোন অঞ্চলের সঙ্গীত? [৩১তম ও ১২তম বিসিএস]

- ক. রংপুর খ. সিলেট
গ. রাজশাহীঘ. চট্টগ্রাম

০২. ‘ভাটিয়ালী’ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান?

- ক. রংপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. দিনাজপুর ঘ. জামালপুর

০৩. ‘ভাওয়াইয়া’ কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত?

- ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ময়মনসিংহ

০৪. নিচের কোনটি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি ধরন নয়?

- ক. ভাটিয়ালী খ. গম্ভীরা
গ. ঠুংরি ঘ. জারি-সারি

০৫. মাইজভাঙ্গারী বাংলাদেশে কোন অঞ্চলের গান—

- ক. সিলেট খ. রংপুর
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্টগ্রাম

০৬. নৌকাবাইস প্রতিযোগিতার সময় পরিবেশিত গানের নাম?

- ক. সারিগান খ. জারিগান
গ. ভাটিয়ালী গান ঘ. যাত্রাগান

০৭. পালাগান বা কিসসা প্রধানত কোন অঞ্চলের?

- ক. ময়মনসিংহ খ. কুমিল্লা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট

০৮. UNESCO বাংলাদেশের কোন ধরনের গানকে Heritage of Humanity (মানবতার ধারক) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে?

- ক. কবি গান খ. বাউল গান

গ. লালনগীতি

ঘ. ভাওয়াই

০৯. জাতিসংঘের ইউনেস্কো বাউল গানকে Am Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity হিসেবে ঘোষণা করেছে—

- ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০০৫ সালে
গ. ২০০৮ সালে ঘ. ২০০৬ সালে

১০. বাউল গানের বিশেষত্ব কি?

- ক. মরমীবাদ খ. মারেফাত
গ. আধ্যাত্মিক বিষয়ক ঘ. প্রেম বিষয়ক

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ঘ
০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	গ

অঞ্চলভিত্তিক নৃত্য

নৃত্যের নাম	অঞ্চল
ঝুমুর নৃত্য	রংপুর ও রাজশাহী

মণিপুরী নৃত্য	সিলেট
বল নৃত্য	যশোর
ধূপ নৃত্য	খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর

০১. বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের? [২২তম বিসিএস]

- ক. রাঙামাটি খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট

০২. 'ঝুমুর' কোন অঞ্চলের নাচ হিসেবে স্বীকৃত?

- ক. রংপুর ও রাজশাহী খ. তিনাজপুর ও পঞ্চগড়
গ. বরিশাল ও পটুয়াখালী ঘ. ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ

০৩. ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম নিচের কোনটি?

- ক. ঝুমুর খ. ধূপ
গ. জারি ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	গ
----	---	----	---	----	---